যুগান্তর

MAY 23 2002

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে কিছু প্রস্তাব

মৌলিক শিক্ষার লক্ষ্যে ১ম-২য় শ্রেণীতে ছবির বই প্রবর্তন যাতে পেশাজীবীদের ছবি, উৎপাদিত দ্রব্যের ছবি থাকবে। ৩য়-৫ম শ্রেণীতে দ্রব্যের উৎপাদন পদ্ধতি ও ব্যবহারের ধারণা থাকবে, ২। শিক্ষক গাইড প্রবর্তন। যাতে তারিখসহ পাঠ, পরিকল্পনা, উপকরণ নির্দিষ্ট থাকবে। পাঠ পরিকল্পনায় যে নম্বর থাকবে, চার্ট বা উপকরণেও একই নম্বর থাকবে, ৩। সরকারিভাবে উপকরণ ও চার্ট সরবরাহ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে, শিক্ষককে পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করতে না দিয়ে ব্যবহারের দায়িত্ব দেয়া হবে, ৪। আকস্মিক পরিদর্শনের সময় শিক্ষক গাইড ও উপকরণ পাওয়া না গেলে তৎক্ষণাৎ শিক্ষকের ইনক্রিমেন্ট বন্ধ করে দেয়া হবে। পরবর্তী ভিজিটগুলোতে উক্ত ত্রুটি পাওয়া না গেলে পুনরায় ইনক্রিমেন্ট চালু হবে। ভিজিট মাসে কমপক্ষে একবার হবে, ৫। গণিত বিষয়ে অধ্যায়ের শুরুতে জীবনভিত্তিক গাণিতিক সমস্যার ধারণা জ্ঞাপক গল্প ও ঘটনা দেয়া। সচিত্র এসব গল্পের পর সমাধান পদ্ধতি অনুশীলনী দেয়া, ৬। শিক্ষকদের জন্য বিদ্যালয়ে আবাসনের ব্যবস্থা করা উচিত, ৭। সিনিয়র বেইজ প্রমোশনের পরিবর্তে আগ্রহীদের মধ্য থেকে পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমোশন দেয়া, ৮। গম বিতরণ/উপবৃত্তি না দিয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করা, ৯। বৃত্তিপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য শুধু ওই বছরের জন্য ইনসেনটিভ প্রদান করা, ১০। বছরে অন্তত একবার সব শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে স্বাস্থ্যগত পরীক্ষা সরকারিভাবে করা, ১১। শিশুদের জন্য বছরে তিনবার কৃমি নিরোধক ওষুধ দেয়া, ১২। ক্রীড়া শিক্ষক নিয়োগ। খেলার মাঠ ও উপকরণ সরবরাহ সংরক্ষণ, ১৩। শিক্ষার্থীদের ৩ দিনের অনুপস্থিতিতে হোম ভিজিট, ৭ দিনের অনুপস্থিতিতে অভিভাবক তলব, ১০ দিনের অনুপস্থিতিতে জরিমানা ও ৩০ দিনের অনুপস্থিতিতে শাস্তির ব্যবস্থা থাকা।

মোঃ আতিকুল ইসলাম
সহঃ শিক্ষক, নান্দুহারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
ইলুহার, নেছারাবাদ, পিরোজপুর

যেসব সমস্যার প্রতি নজর দিতে হবে

দেশের শিশুদের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হলে নিম্নোক্ত সমস্যাগুলোর দিকে নজর দেয়া প্রয়োজন।
১। প্রাথমিক শিক্ষকদের সকল শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে, ২। শিশুদের মেধা বিকাশ নিশ্চিত করতে শিক্ষকদের উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। যাতে তারা শিশুদের যুগোপযোগী শিক্ষা দিতে পারেন, ৩। মফস্বল শিক্ষকদের যথাসময়ে ও নিয়মিত স্কুলে গমন নিশ্চিত করতে হবে, ৪। খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন, ৫। দেশের প্রত্যেক ইউনিয়ন থেকে একটি স্কুলকে শ্রেষ্ঠ স্কুল হিসাবে মনোনীত করে পুরস্কৃত করতে হবে। ফলে প্রত্যেক স্কুলের মধ্যে ভাল ফলাফল করার একটি প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হবে, ৬। সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের মধ্যকার বেতন বৈষম্য দূর করতে হবে। যাতে সব শিক্ষক নিশ্চিন্ত মনে শিশুদের পাঠদান করতে পারেন।

শ্রীকৃষ্ণ দাস রায়
গীতা হোমিও হল, ছাতক বাজার, সুনামগঞ্জ

প্রাথমিক শিক্ষার বেহাল অবস্থা

সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা দূর করা আজ জরুরি। এ সংক্রান্ত সমস্যা হল প্রয়োজনীয় সংখ্যক যোগ্য শিক্ষকের অভাব, প্রতিটি গ্রামে কমপক্ষে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় না থাকা, ছাত্রছাত্রীদের স্কুল গমনে অনীহা, শিক্ষকদের গাফিলতি এবং অফিসিয়াল কাজে ব্যস্ত থাকা, ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকদের অনুপস্থিতি, দরিদ্র শিক্ষার্থীদের পিতার কর্মস্থলে সাহায্য করা, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পূর্বেই স্কুল ত্যাগ ইত্যাদি। এসব সমস্যা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমকে দারুণভাবে ব্যাহত করছে। সমস্যা দূরীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ হল- শূন্যপদে মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ, প্রতিটি গ্রামে কমপক্ষে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, অফিসিয়াল কাজ কর্মের জন্য একজন ক্লার্ক নিয়োগ, দরিদ্র শিক্ষার্থীদের বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা, শিশুদের আনন্দের মাধ্যমে শিক্ষাদান ব্যবস্থা প্রচলন, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে স্বল্প বেতনে শিক্ষক নিয়োগ করে রাতে বয়স্কদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।